দৈনিক বাংলা

13

তারিখ 03 JUN 1992
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার প্রতিটি স্কুলই আতঙ্কগ্রস্ত

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় রোববার সকালে অস্ত্রবাজদের গুলি ও বোমায় আহত তিনজন স্কুল ছাত্রের একজন আহসান কবিরকে তার অভিভাবকরা ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকে বাসায় নিয়ে গেছেন। উদয়ন স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র কবিরের পায়ে বোমার স্প্লিন্টার লেগেছিল। ছুটির পর স্কুল গেটে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় সে অস্ত্রবাজদের বোমা হামলার শিকার হয়।

আহত বাকী দু'জন নীলক্ষেত প্রাইমারী স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র তাপস রায় ও জনি পল এখনও যন্ত্রণাকাতর অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছে। এরা দু'জনই বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর ছেলে। ষান্মাসিক পরীক্ষা দিয়ে জগন্নাথ হলের ভেতরে বাসায় ফেরার পথে উদয়ন স্কুলের কাছে এরা গুলিবিদ্ধ হয়। জনির বাম হাতে, তাপসের উরুসন্ধিতে বুলেট ঢুকেছিল। উভয়কেই অস্ত্রোপচার করা হয়েছে।

সোমবার সন্ধ্যায় জনি কেঁদে কেঁদে জানায়, সে ও তাপস কথা বলতে বলতে বাসায় ফিরছিল। উদয়ন স্কুলের কাছে হঠাৎ তার হাতে গুলি লাগে। সঙ্গে সঙ্গে সে দৌড়ে অদূরে দাঁড়ানো একদল পুলিশের কাছে গিয়ে আশ্রয় নেয়। পুলিশরা তাকে হাসপাতালে নিয়ে আসে। তাপস জানায়, উরুসন্ধিতে গুলি লাগায় সে রাস্তায় পড়ে যায়। লোকজন তাকে হাসপাতালে নিয়ে আসে।

(আটের পাতায় ৩-এর কঃ দ্রঃ)

বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার প্রতিটি স্কুলই আতঙ্কগ্রস্থ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

হাসপাতালে আহত দুই স্কুল ছাত্রের বেডের পাশে উপস্থিত তাদের অভিভাবকরা ভয়ে অস্ত্রবাজদের বিরুদ্ধে কোন কথা বলতে চাননি। একজন দারোয়ান ও একজন ঝাড়ুদার পিতা বলেন : আমাদের কাছে কিছু জানতে চাইবেন না। আমরা গরীব মানুষ। তবে সেখানে উপস্থিত ৩৪ বছর যাবৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি করছেন, এমন একজন কর্মচারী বলেন-বিশ্ববিদ্যালয় হলগুলিতে গত কয়েক বছর যাবৎ যা চলছে তাতে মানুষ এখানে বাস করতে পারে না।

প্রত্যক্ষদর্শী কয়েকজন রোববারের ঘটনা সম্পর্কে জানান, একদল যুবক সকাল সোয়া দশটার দিকে একটি হল থেকে মাইক্রোবাসে চড়ে উদয়ন স্কুলের কাছে আসে। তারা চারুকলা ইনস্টিটিউটের শিক্ষিকা শামীম শিকদারের বাসার দিকে রাস্তার অপর পার থেকে গুলিবর্ষণ ও বোমা নিক্ষেপ করতে থাকে। ৫/৭ মিনিট এই তান্ডব চালিয়ে তারা ঘটনাস্থল ত্যাগ করে। ঐ সময়ই তিনজন স্কুল ছাত্র গুলি ও বোমায় আহত হয়ে অল্পের জন্য বেঁচে যায়। সিরাজ শিকদারের হত্যার বিচার দাবীতে আদালতে মামলা দায়ের করার প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপ হিসাবে তার বোনের বাসার সামনে সন্ত্রাস সৃষ্টি করা হয় বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ছ'টি স্কুলের অভিভাবকরা আতঙ্কগ্রস্ত

রোববারের এই ঘটনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার ছয়টি স্কুলের অভিভাবকদের আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলেছে। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় গত কয়েক বছর যাবৎ সন্ত্রাসীদের যে তান্ডব চলছে তাতে অভিভাবকরা কখনও তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন না। তিনজন স্কুল ছাত্রের আহত হওয়ার ঘটনা তাদেরকে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির ব্যাপারে একেবারেই হতাশ করে তুলেছে। উদয়ন স্কুলে সোমবার ছিল অভিভাবক দিবস। জানা গেছে, অভিভাবকরা স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে তাদের সন্তানদের নিরাপত্তা চেয়েছেন। কিন্তু পরিস্থিতির কাছে স্কুল কর্তৃপক্ষ একেবারেই অসহায়।

এদিকে সন্ত্রাসীদের বোমায় ও গুলিতে তিনজন স্কুল ছাত্রের আহত হওয়ার ঘটনার বিরুদ্ধে স্কুল কর্তৃপক্ষ, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, ডাকসু, বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন, কর্মচারী সংগঠন, রাজনৈতিক দল তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জ্ঞাপন করেছে।

উদয়ন স্কুলের ব্যবস্থাপক কমিটি ও শিক্ষক-শিক্ষিকারা সোমবার এক জরুরী সভায় সন্ত্রাসীদের হাত থেকে নিরীহ স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের রক্ষার জন্যে সরকারের কাছে আকুল আবেদন জানিয়েছে। সভায় রোববারের ঘটনার জন্যে দায়ী সন্ত্রাসী গ্রুপের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানান হয়েছে।

শিক্ষক সমিতির প্রতিবাদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় সন্ত্রাসীদের বোমা ও পিস্তলের গুলিতে স্কুল ছাত্রদের আহত হওয়াকে শোকাবহ ঘটনা বলে বর্ণনা করেছে। শিক্ষক সমিতি বলেছে, অস্ত্রধারীরা এতই বেপরোয়া হয়ে উঠেছে যে তাদের আক্রমণ থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুরাও রেহাই পাচ্ছে না। শিক্ষা কার্যক্রম চালু রাখার কোন আবশ্যকতা আছে কিনা এই প্রশ্ন উত্থাপন করে শিক্ষক সমিতি বলেছে, বিশ্ববিদ্যালয় ও ছাত্রাবাসগুলো এখন মুষ্টিমেয় অস্ত্রধারীর অবাধ ও নিরাপদ আবাসস্থলে পরিণত হয়েছে। শিক্ষক সমিতি বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা সম্পূর্ণ অস্ত্রমুক্ত এবং সন্ত্রাসীদের ক্যাম্পাসে প্রবেশ চিরতরে বন্ধ করার জন্য সরকারের কাছে জোর দাবী জানিয়েছে।

পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির এক জরুরী সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে।

ডাকসু'র বিবৃতি

ডাকসুর ভিপি ও জিএস এক যুক্ত বিবৃতিতে ছাত্র নামধারী সশস্ত্র গুন্ডাদের ক্যাম্পাস থেকে বহিষ্কার করে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষের হাতে সোপর্দ করার দাবী জানিয়েছে।

রোববারের ঘটনার জন্য তারা মুজিববাদী ছাত্রলীগের দুই গ্রুপকে দায়ী করে বলেন, এদের এলোপাতাড়ি গোলাগুলির ফলে তিনজন স্কুল ছাত্র আহত হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারী ইউনিয়ন রোববারের ঘটনার জন্য দায়ী সন্ত্রাসীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী করেছে। ইউনিয়নের এক বিবৃতিতে বলা হয়, সন্ত্রাসের ফলে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় পরিবার পরিজন নিয়ে বসবাস করা অসাধ্য হয়ে পড়েছে। সন্ত্রাসীদের দমন ও জানমালের নিরাপত্তার দাবীতে ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারী ইউনিয়ন আজ বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল বের করবে।

অভিভাবকদের বক্তব্য

নীলক্ষেত হাই স্কুল ও সরকারী প্রাথমিক বালক বিদ্যালয়ের অভিভাবকবৃন্দ এক বিবৃতিতে রোববারের ঘটনার ব্যাপারে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তারা বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার মোট ছয়টি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপত্তা ক্রমাগত সন্ত্রাসের ফলে হুমকির মুখে পড়েছে। সরকার, সকল রাজনৈতিক দল ও প্রশাসনের কাছে তারা সন্ত্রাস দমনের দাবী জানিয়েছেন।

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা আজ উদয়ন স্কুল এলাকায় তিনজন ছাত্রের আহত হওয়ার ঘটনার প্রতিবাদে অপরাজেয় বাংলার নীচে ছাত্র সমাবেশ আহ্বান করেছে। এই সংগঠন সোমবার ঘটনার প্রতিবাদে ক্যাম্পাসে এক বিক্ষোভ মিছিল বের করেছিল।

ছাত্রলীগ (মো-বি) রোববারের সন্ত্রাসী ঘটনার বিরুদ্ধে সোমবার ক্যাম্পাসে এক মিছিল বের করে। মিছিল শেষে মধুর ক্যান্টিনের সামনে এক সমাবেশে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বলেন, লাগামহীন সন্ত্রাসের দৌরাত্ম্যে এখন স্কুল ছাত্ররাও রেহাই পাচ্ছে না।

ছাত্রলীগ (ম-ই) অবিলম্বে সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার করে শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার দাবী জানিয়েছে। রোববার উদয়ন স্কুলের সামনে সন্ত্রাসীদের গুলিতে তিনজন স্কুল ছাত্র আহত হওয়ার ঘটনায় সংগঠনের পক্ষ থেকে তীব্র ক্ষোভ ও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়।

জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির সভাপতি শফিউল আলম প্রধান এক বিবৃতিতে বলেন, সন্ত্রাসী চক্রের বন্দুকের গুলিতে ক্যাম্পাসে স্কুল ছাত্রদের আহত হওয়ার ঘটনাকে আইন-শৃংখলা রক্ষার ক্ষেত্রে সরকারের ব্যর্থতা বলে সমালোচনা করেছেন।

প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী দলের নেতা শেখ শওকত হোসেন নীলু ও এ টি এম গোলাম মওলা চৌধুরী এক বিবৃতিতে বলেন, প্রশ্রয় দেয়া না হলে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় সন্ত্রাস বহু আগেই বন্ধ হতো। তারা বলেন, সন্ত্রাস বন্ধে ব্যর্থ হওয়ার ফলে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল ইতিহাসের কাঠগড়ায় আসামী হিসাবে চিহ্নিত হবে।

জাতীয় জনতা পার্টি, জিয়া শিশু-কিশোর সংগঠন, কেন্দ্রীয় খেলাঘর ও ইসলামী ছাত্র মজলিশ আলাদা আলাদা বিবৃতিতে রোববারের সন্ত্রাসী ঘটনায় স্কুল ছাত্র আহত হওয়ার খবরে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এবং সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানিয়েছে।